জানালা দিয়ে হার ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ আবাসনের পাইপ বেয়ে ফার্স্ট ফ্লোরের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে গলার হারের অর্ধেক অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চন্দননগর পালপাড়ার একটি আবাসনে। ওই আবাসনের ফার্স্ট ফ্লোরের ফ্ল্যাটে একটি ঘরে ৭৯ বছরের বিধবা নন্দিতা কর্মকার তাঁর নাতনিকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। শুক্রবার ভোরে হঠাৎ তিনি খেয়াল করেন তাঁর গলার হারটি ধরে কেউ টান মারছে। হার টানাটানির ফলে দুষ্কৃতী হারের অর্ধেকটারও বেশি ছিঁড়ে নিয়ে পালায়। সাবেকি ছয় ভরি হারের অধিকাংশটাই নিয়ে গেছে দুষ্কৃতী। হঠাৎ এই প্রথম এলাকায় এই ধরনের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুলঃ এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির খানাকুলের পাতুল গ্রামে। মৃতের নাম কাশীনাথ দিগের (১৯)। সে পেশায় ইঞ্জিন ভ্যান চালক ছিল। বাবা, মা ছাড়া তারা দুই ভাই ও এক বোন। জানা গেছে, এলাকার মানুষ গ্রামের কাছে শ্মশানের একটি গাছে বৃহস্পতিবার বিকেলে তার দেহ ঝুলতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় খানাকুল থানায়। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পরিবারের দাবি, বাড়িতে অশান্তি হয়নি। তবুও কেন কাশীনাথ এমন ঘটনা ঘটাল তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

কেরলের পাশে লাল হলুদ ঐক্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, হিন্দমোটরঃ কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াল ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের কোন্নগর-হিন্দমোটর শাখা লাল হলুদ ঐক্য। শুক্রবার সকাল থেকেই হুগলির কোন্নগর এলাকায় সমর্থকরা ঘুরে ঘুরে ত্রাণ সংগ্রহ করেন। পথচলতি মানুষ স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দেন সাহায্যের। টাকা, জামা,কাপড়, ওষুধ যা সংগ্রহ হবে পুরোটাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাধ্যমে পাঠানো হবে কেরলে। এদিন ত্রাণ সংগ্রহে ছিলেন ক্লাব কর্মকর্তা মানস রায়, বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল ও পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছালাল যাদব।

গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ মানসিক অবসাদে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম বুল্টি রানা (২৮)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ শহরের বসন্তপুর এলাকায়। জানা গেছে, সোমবার সকালে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর ঘর চাবি দিয়ে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নেন। প্রতিবেশীরা বৃথাতে পেরে ঘরের তালা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী ছাড়াও তাঁর এক মেয়ে বর্তমান।

আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হল এক ছাত্র। তার নাম আশীষ কুণ্ডু(২০)। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাট থানার কাঁটালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আশীষ বেঙ্গাই অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়ছিল। এদিন দুপুরে বাড়ির অন্য সদস্যদের অজান্তেই গোয়ালঘরে ঢুকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। বন্ধুবান্ধব সূত্রে জানা গিয়েছে, তার প্রেমিকা কিছুদিন আগে মারা যায়। তারপরেই মনমরা হয়ে পড়েছিল সে।

শুক্রবার হুগলির আরামবাগ মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে মহকুমাশাসক লক্ষ্মী বি তেয়ারু-র হাত থেকে জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রার্থীরা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন পুরশুড়া ৩৭ নং জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, খানাকুল ৪২ নং জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী শ্রাবন্তী মল্লিক চক্রবর্তী, ৪৯নং জেলার পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী অর্চনা জানা ও ৫০ নং জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী রমেন প্রামানিক।

পথদুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ বৃহস্পতিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম কামালকৃষ্ণ মোদী (১৮)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার কালুই গ্রামে। জানা গেছে, কামাল বুলচন্দ্রপুরের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি আরামবাগগামী লরির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে এলাকার লোকজন উদ্ধার করে আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

এন এফ পি ই-র বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ শুক্রবার হুগলির আরামবাগ মুখ্য ডাকঘরে এন এফ পি ই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল পরিকাঠামো ছাড়াই যে নিত্য নতুন পদ্ধতিগুলো চালু করা হচ্ছে, তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষ হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। এই প্রতিবাদ শুধু আরামবাগে নয়, সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ চালাচ্ছে এই সংগঠনের সদস্যরা। আরামবাগে এদিনের বিক্ষোভে ছিলেন কৌশিক রায়, শিবশঙ্কর গায়েন, প্রভাত ভট্টাচার্য, সুকুমার বোস, বুবাই মজুমদার প্রমুখরা।

সিলেণ্ডার লক্ষ্য করে বোমা, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ বৃহস্পতিবার রাতে হুগলির আরামবাগ থানার তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়ুই গ্রামের আতাউল খাঁ-র বাড়িতে গ্যাস সিলেণ্ডারকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। এই ঘটনার খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্র বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এবিষয়ে আতাউল সাহেব বলেন, আমরা বাড়ির উঠোনে গ্যাস সিলেণ্ডারকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়ে এবং ৫০ মিটারের মধ্যে একটি বাঁশবাগানে দুটি বোমা ফাটায়। তবে মুখ ঢাকা থাকায় আমি কাউকে চিহ্নিত করতে পারিনি।

বিবাহিত নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক নাবালিকাকে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করল হুগলি চাইল্ড লাইনের সদস্য, তারকেশ্বর সমন্বি উন্নয়ন আধিকারিকের কর্মী ও তারকেশ্বর থানা। তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত লোকনাথের বাসিন্দা বালিগোড়ি অষরমণি দত্ত বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর দিন কয়েক আগে তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিগোড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার নাজির পুরের বাসিন্দা সাগর দাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বিবাহে রূপান্তরিত হয়। বৃহস্পতিবার চাইল্ড লাইনের হুগলি দপ্তরে ফোনে জানানো হয় এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরীর বিয়ের কথা। এরপরে শুক্রবার চাইল্ড লাইনের সদস্যা, বিডিও অফিসের কর্মী ও তারকেশ্বর থানার সহযোগিতায় প্রথমে বালিগোড়ি অধরামণি দত্ত বিদ্যামন্দিরে জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পুলিশের সহায়তা নিয়ে বালিগোড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার নাজিরপুর গ্রামে গিয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর বিডিও অফিসে নিয়ে যান। চাইল্ড লাইনের সদস্যা সুস্মিতা কোলে বলেন, গতকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা নাবলিকার বিয়ের এই খবরটি পাই। আজ তারকেশ্বর বিডিও অফিসের কর্মী, তারকেশ্বর থানা ও চাইল্ড লাইন যৌথভাবে কিশোরীকে উদ্ধার করে। নাবালিকা বিয়ে সম্বন্ধে অইনত যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে সেই আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কামারপুকুরে সিপিএমের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ হুগলি জেলার গোঘাটে সিপিএমের কামারপুকুর চটি জোনাল পার্টি অফিসে ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ৫০জনের মতো সিপিএম কর্মীদের নিয়ে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা দেবু চ্যাটার্জী, অরুণ পাত্র, তিলক ঘোষ প্রমুখ বর্ষীয়ান নেতারা।

আরামবাগে গ্রন্থাগার দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগারে পালিত হল গ্রন্থাগার দিবস। উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বিভাংশু দত্ত, সহ গ্রন্থাগারিক উত্তম ভট্টাচার্য, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রথীন হাজরা, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মদন বারিক, গ্রন্থাগারের সদস্য ছাড়াও আরামবাগের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত চুঁচুড়া হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হুগলির চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল। রোগীর আত্মীয়রা লেবার রুমে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাপ্রসঙ্গে জানা গেছে, মগরা থানার ছোট খেজুরিয়ার গৃহবধূ সায়েরা বিবি (২৫) বৃহস্পতিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগ, পরিবারের লোকেদের সাথে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও কথাই বলা হয়নি। শুক্রবার সকালে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেও পরিবারকে চিকিৎসকদের তরফ থেকে কিছুই জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। সকাল ৯টা নাগাদ পরিবারের লোককে লেবার রুমে ডেকে জানানো হয় সায়েরা মৃত পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ, তারা লেবার রুমে ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাত থেকে সকালের মধ্যে সদর হাসপাতালে মোট চারটি সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে এমনই গুরুতর অভিযোগ করেন অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রা।

নাবালিকা অপহরণে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ বৃহস্পতিবার রাতে হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ এক নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করল। ওই নাবালিকার বাড়ি আরামবাগ থানার চন্ডীবাটী গ্রামে। সে এলাকার স্থানীয় স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে পড়তে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও বাড়ি না ফেরায় ওই দিন রাতেই নাবালিকার বাবা আরামবাগ থানায় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ইন্দুটি গ্রামের বাসিন্দা সেখ শফিকুলের বিরুদ্ধে অপহরণের লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে ছেলেটির দিদির বাড়ি কাতুলপুর থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং ছেলেটিকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার সফিকুলকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

স্কুল ও থানার উদ্যোগে সচেতনতা পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' এর প্রচারে হুগলির নালিকুল বন্দিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও হরিপাল থানার যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পথ নিরাপত্তা নিয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এই সচেতনতার প্রচারে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীরা পথে নেমে পথচারীদের সচেতনতা করার পাশাপাশি গাড়িতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ-এর স্টিকার লাগিয়ে দেয়। চালকদের প্রত্যেককে পথ সচেতনতা বোঝানোর চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও রাজ্য সরকারের প্রশংসিত কন্যাশ্রী সম্পর্কেও প্রচার চালানো হয় এই সচেতনতা পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে। ছাত্রছাত্রীরা বোঝানোর চেষ্টা করে পথ নিরাপত্তা শুধুমাত্র নিয়মের বাড়াবাড়ি নয়, নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে তা মানা উচিত। বন্দিপুর বাজার থেকে শুরু হয়ে বন্দিপুর হাসপাতালে সচেতনতামূলক পদযাত্রাটি শেষ হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মিন্টু সরকার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বাবলু গায়েন, স্বরূপ মিত্র, সুমিত সরকারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অপরদিকে তারকেশ্বর থানার উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পদযাত্রা করে নিরাপত্তা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে।

তারকেশ্বর বৈদ্যপুর নিবারণের প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা তারকেশ্বর থানার আধিকারিকদের সাথে পথযাত্রা করে পথচলতি সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রধানশিক্ষক অনুপ পাত্র ও তারকেশ্বর থানার আধিকারিক তুষার মণ্ডল ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

সিঙ্গুর ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুরঃ হুগলির সিঙ্গুর সিসিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন দীপালি সাঁতরা ও উপপ্রধান হলেন গোবিন্দ ধাড়া। এই উপলক্ষ্যে পঞ্চায়েতে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধান নির্বাচিত হন দীপালি সাঁতরা। পরে প্রধান ও উপপ্রধানকে নিয়ে উৎসব পালন করা হয়। এই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে প্রধান দীপালি সাঁতরা ও উপপ্রধান গোবিন্দ ধাড়া জানান, এলাকায় কাজের উন্নয়ন দেখে মানুষ আমাদের সমর্থন করেছেন। তাই আমরা নতুন প্রধান ও উপপ্রধান হয়ে আরও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ করব। তবে এদিন সিঙ্গুর ব্লকের ১৬টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা হয়েছে। দুটি পঞ্চায়েতে হাইকোর্টের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় রয়েছে বোর্ড গঠন করার। তবে শুক্রবার দুপুরে ১৪টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে দেখা গেল পুলিশের কড়া প্রহরা। তবে এদিন সিঙ্গুর ব্লকের পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে কয়েকটি পঞ্চায়েত ছাড়া বেশির ভাগ পঞ্চায়েতেই ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে সিঙ্গুর বিধাচী পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন দীপক পাখিরা ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সীমা মণ্ডল।

কমছে পুকুর, হারিয়ে যাচ্ছে সাঁতার

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

যত দিন যাচ্ছে গ্রাম বাংলায় পুকুর ডোবার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসতির জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জমি জায়গায়। বাধ্য হয়েই জলা বুজিয়ে অনেকেই বাড়ি ঘর তৈরি করছেন। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামের পুকুরগুলি। পাশাপাশি আর দেখা যাচ্ছে না পুকুরে দামাল ছেলেদের দাপিয়ে বেড়ানোর দৃশ্য। এক সময় একটু বেলা বাড়লেই পাড়ার ছেলের দল পাড়ার সবচেয়ে বড় পুকুরটির এমাথা ওমাথা সাঁতার কেটে চষে বেড়াত। ঘন্টার পর ঘন্টা চলত জল তোলপাড় করার ঘটনা। হুগলির গোঘাটের বিভিন্ন গ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। এইসব এলাকাতে চলছে পুকুর বোজানোর কাজ। ফলে এখানেও জমির দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে সাঁতার নামে শারীরিক ব্যায়ামটিও কেবল বইয়ের পাতায় স্থান পেয়েছে। বর্তমানে ২৫শতাংশ ছেলেমেয়েও সাঁতার জানেনা বললেই চলে। অনেকে তো পুকুরে স্নান করাই ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জলে নামলেই শরীরে চুলকানি দেখা দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে শিক্ষার নামে ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতা। সকাল হলেই মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের বগলদাবা করে কখনও টিউশন মাস্টার, আবার কখনও বা স্কুলে নিয়ে ছুটছেন। এছাড়া রয়েছে গানের স্কুল, নাচের স্কুল, ছবি আঁকা ইত্যাদি। এখনও অবশ্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার কোচিং। সাঁতার না শিখলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কম্পিউটার না শিখলে জীবনটাই বৃথা। ফলে সাঁতারকে বিদায় করে বহু বাবা-মাই ছেলেদেরকে কম্পিউটার কোচিং সেন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যার ফলে ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের চোখে উঠছে লেন্সযুক্ত চশমা। এছাড়াও সাইনাসসহ বহু জটিল রোগ শরীরে বাসা বাঁধছে। যদি সাঁতার অভ্যাস করা যেত তাহলে হয়তো অনেক শারীরিক সমস্যার দূর হয়ে যেত। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, গোঘাট এলাকার ১০শতাংশ ছেলেমেয়েকেও পরিবারের লোকেরা পুকুরে স্নান করতে দেননা। এর কারণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন, নোংরা আবর্জনাযুক্ত জল ওইসব পুকুরগুলিতে মেশে। পুকুর থেকে জল বের করার বা নতুন জল ঢোকার কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া পুকুরের জলেতেও বিনা বাধায় পলিথিন ফেলা হচ্ছে। এরইফলে জল বিষাক্ত হয়ে উঠে পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। আগেকার দিনের মতো পুকুরগুলিতে এখন বিশুদ্ধ জল নেই। অথচ সাঁতারের থেকে বড় ব্যায়াম আর নেই। বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসকরা সাঁতারের পরামর্শ দেন। কারণ এরফলে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয়। হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। আর তাই এখন শহরে শহরে গড়ে উঠছে সুইমিং পুল।

গ্রামবাংলাতে ও সাঁতারকে ফিরিয়ে আনতে লেবে গ্রামেতেও প্রয়োজনে সুইমিং পুল তৈরি করতে হবে। কামারপুকুর এলাকার মানুষজনও চান সেখানে একটি সুইমিং পুল গড়ে তোলা হোক। তাহলে প্রায়ই যেমন খবর কাগজ বা টিভিতে, নদীতে বা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার খবর দেখা যায় তা দেখতে হবে না। তখন ছেলেমেয়েরা জলের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের জীবন রক্ষা করার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি নিজেদের শরীরকেও সুন্দর ও সুস্থ রাখতে পারবে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ই মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।